عالم السلطان

দরবারী আলেম

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين اما بعد ...

আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন,

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى للغرباء

ইসলাম আগমন করেছে অচেনা অবস্থায় আবার যেভাবে আগমন করেছিল তেমনি অচেনা হয়ে যাবে। অতএব তখন যারা ইসলামের উপর টিকে থাকবে তাদের জন্য সুসংবাদ।

(মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাযা, মিশকাত)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আননাব্বী রহ: বলেন,

وظاهر الحديث العموم وأن الاسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والاخلال حتى لا يبقى الا فى آحاد وقلة أيضا كما بدأ

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ ব্যাপকতা বোঝায় অর্থাৎ প্রথমে ইসলাম কয়েকজন মাত্র অনুসারীদের মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু করেছে পরে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার হয়েছে এবং বিজয়ী হয়েছে কিন্তু আবার তা আস্তে আস্তে কমতি ও দুর্বলতার দিকে মোড় নেবে এমনকি অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া আর কারও মাঝেই ইসলাম অবশিষ্ট থাকবে না, ঠিক যেভাবে শুরু হয়েছিল।

(ইমাম নাব্বীর শারহে মুসলিম)

ইবনে আছীর বলেন,

أي أنَّه كان في أوّل أمْره كالغَرِيب الوَحيد الذي لا أهْل له عنده لِقِّلة المسْلمين يومئذ وسَيَعود غَريبا كما كان : أي يَقِلُّ المسلمون في آخِر الزمان فيصيرون كالغُرَباء . فطُوبَى للغُرَباء : أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أوّل الإسلام ويكونون في آخِره

وإنَّما خصَّهم بها لصَبْرِهم على أذَى الكُفَّار أوّلاً وآخِرا ولُزُومهم دينَ الإسلام

হাদীসের অর্থ হল ইসলাম প্রথমে তার যাত্রা শুরু করেছে একজন ভীনদেশীর মত যার কোনো পরিবার পরিজন নেই কারণ তখন মুসলিমদের সংখ্যা কম ছিল। ইসলাম আবার পূর্বের মতই অচেনা হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ যামানায় মুসলিমদের সংখ্যা কমে যাবে ফলে মুসলিমরা তখন সবার চোখে অচেনা উদ্ভট বস্তুতে পরিণত হবে। অতএব ঐসকল ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ অর্থাৎ যারা পূর্বে বা পরে ইসলামের উপর টিকে থাকবে তাদের জন্য জান্নাত। প্রথম এবং শেষ যুগে কাফিরদের যন্ত্রণার উপর ধৈর্য ধারণ এবং ইসলামের উপর টিকে থাকার কারণে বিশেষ ভাবে তাদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

(আন-নিহাইয়া ফি গরীবিল আ-ছার)

অন্য একটি সহীহ বর্ণনাতে এসেছে,

[طوبى للغرباء قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم]

আল্লাহর রসুল ﷺ বললেন, অচেনা আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ। সাহাবারা বললেন, অচেনা আগন্তুক কারা? আল্লাহর রসুল ﷺ বললেন, বহু সংখ্যক খারাপ লোকের মাঝে অল্প কিছু নেককার লোক, বেশিরভাগ লোকই তাদের বিরুদ্ধে যাবে আর কম সংখ্যক লোক তাদের পক্ষে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১৬১৯ নং হাদীস আলবানী সহীহ বলেছেন)

আল্লাহর রসুল ﷺ বাণী, "ইসলাম শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়" এ অংশটুকু সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত। আল্লাহর রসুল ﷺ এর উপর যখন মহান রব্বল আলামীনের পক্ষ হতে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে ডাকার নির্দেশ আসল মক্কার মুশরিকরা তখন মূর্তিপূজা ছাড়া কিছুই বুঝত না। পাথর ও কাঠের তৈরী শত উপাস্যের প্রার্থণায় তারা অভ্যস্ত ছিল। শিরক কুফরকেই তারা সত্য ধর্ম বলে মনে করত। এক আল্লাহর ইবাদতের ডাক তাদের নিকট খুবই অদ্ভুত ও অপরিচিত মনে হল। তারা বলল,

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ [المؤمنون/٢٤]

আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাউকে বলতে শুনি নাই!

(মু'মিনুন/২৪)

এধরণের অখ্যাত অপরিচিত আহ্বান দিনের পর দিন তাদের সমাজে ধ্বনিত হোক তা তারা চাচ্ছিল না। যে কোন ভাবেই এই নতুন মতবাদকে রুখতে হবে। প্রয়োজনে আল্লাহর রসুল ﷺ কে হত্যা করতেও তারা ছিল সদা প্রস্তুত কিন্তু চাচা আবু তালিব নিজের সবটুকু সামর্থ দিয়ে স্বীয় ভাতিজাকে আগলে রেখেছিলেন। তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ মুহাম্মাদ ﷺ এর কেশাগ স্পর্শ করার চিন্াও কাফিররা করতে পারছিল না। উতবা, শায়বা, উমাইয়া, আবু জেহেল, আবু সুফইয়ান প্রমুখ কাফির নেতৃবর্গ একত্রে আবু তালিবের নিকট এসে বলল,

يَا أَبَا طَالِبٍ إِنّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى ، وَتَخَوّفْنَا عَلَيْكَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ الّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ ابْنِ أَخِيكَ ، فَادْعُهُ فَخُذْ لَهُ مِنّا ، وَخُذْ لَنَا مِنْهُ لِيَكُفّ عَنّا ، وَنَكُفّ عَنْهُ وَلِيَدَعَنَا وَدِينَنَا ، وَنَدَعَهُ وَدِينَهُ

ওহে আবু তালিব আপনি আমাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি। এখন আপনি মৃত্যুশয্যায়। আমরা আশঙ্কা করছি হয়ত আপনি আর সুস্থ হবেন না। আর আপনি তো জানেনই আপনার ভাতিজার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন। (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় তার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম না হলেও আপনি মৃত্যুবরণ করার পর নিশ্চয় আমরা তাকে নিরাপদে ছেড়ে দেব না) অতএব তাকে ডেকে আমাদের সাথে কিছু শর্তে রাজী হতে বলুন আমরাও তার ব্যাপারে কিছু শর্তে রাজী হব। যাতে করে সে আমাদের ছেড়ে দেয় আমরাও তাকে ছেড়ে দেব। সে আমাদের এবং আমরা যা করি তার বিরুদ্ধে কথা না বলুক, আমরাও তাকে স্বাধীনভাবে তার ধর্ম পালন করতে দেব। (এতে করে আপনার মৃত্যুর পর সে আমাদের হাত হতে নিরাপদ থাকবে আর আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন)

আব তালেব রসুলুল্লাহ ﷺ কে ডেকে সবকিছু খুলে বললে তিনি বললেন,

نَعَمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ

আমি তো তোমাদের কেবল মাত্র একটি কথা বলতে বলব যা বললে তোমরা সমস্ আরবের উপর রাজত্ব পাবে আর অনারবরা তোমাদের অধীনস্ হবে।

এমন লাভজনক প্রস্তাবে খুশি হয়ে আবু জেহেল বলে,

نَعَمْ وَأَبِيك ، وَعَشْرَ كَلِمَاتٍ

হ্যা, তোমার বাবার কসম একটি নয় আমরা দশটি কথা মেনে নিতেও প্রস্তুত আছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

تَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ

তা এই যে, তোমরা স্বীকার করবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং অন্য যা কিছুকে তোমরা ইবাদত করো তা পরিত্যাগ করবে।

একথা শুনা মাত্র তারা হাত তালি দিতে দিতে বলল,

أَتُرِيدُ يَا مُحَمّدُ أَنْ تَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ، إِنّ أَمْرَك لَعَجَبٌ

হে মুহাম্মাদ, ﷺ তুমি কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের দিকে ডাকছো ? এ তো খুবই অবাক

ব্যাপার!

(ইবনে হিশাম)

এই ঘটনাই সংক্ষেপে আল্লাহর কিতাবে এভাবে বলা আছে,

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ [ص/٥]

মুহাম্মাদ ﷺ কি বহু ইলাহর পরিবর্তে এক ইলাহ গ্রহণ করতে বলে? এ তো খুবই আশ্চর্যের কথা !

(সূরা সাদ/৫)

এই ঘটনার পর আবু তালিব বলেছিল,

يَا ابْنَ أَخِي ، مَا رَأَيْتُك سَأَلْتَهُمْ شَطَطًا

হে ভাতিজা, তুমি তো তাদের নিকট কঠিন কিছুই চাওনি।

(ইবনে হিশাম)

কিন্তু এই সহজ সরল বিষয়টাকেই কাফিররা ভিষণ অবাক কাণ্ড বলে আখ্যায়িত করল এবং সত্য গ্রহণ করা হতে দূরে থাকল। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যা আমরা

প্রতিদিন আদায় করে থাকি এটা দেখে এখন কেউই অবাক হয় না কারণ যে ব্যক্তি সপ্তায় বা বছরে একবারও নিজে সলাত আদায় করে না সেও অন্যদের সলাত পড়তে দেখে অভ্যস্ হয়ে গেছে কিন্তু প্রাথমিক সেই দিনগুলোতে রসুলল্লাহ ﷺ, আলী ও খাদীজা رضي الله عنهما কে সলাত আদায় করতে দেখে ইয়াহইয়া ইবনে আফীফ তো বলেই ফেলল,

يا عباس أمر عظيم

ওহে আব্বাস, এ দেখছি মারাত্মক ব্যাপার!

(সীরাতে ইবনে কাছীর)

মক্কার কাফিররা ছিল অক্ষর জ্ঞানহীন। বাপদাদার রেখে যাওয়া মূর্তিপূজার ধর্মের বাইরে তাদের কিছুই জানা ছিল না। না তারা কোনো আসমানী কিতাব বা ওহীতে বিশ্বাসী ছিল আর না কোনোরুপ পড়াশুনা অধ্যাবসায়ে অভ্যস্ ছিল। তাদের জন্য হকের দা'ওয়াতে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা স্বাভাবিক বটে কিন্তু হাদীসের পরবর্তী অংশে রসুলুল্লাহ ﷺ যে বলছেন দতই তা আবার অপরিচিত হয়ে যাবে ﷻ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি নিশ্চয় আশ্চর্য হওয়ার মত। আল্লাহর

রসুল ﷺ ও তার পরবতী সুযোগ্য খলীফারা পূব থেকে পশ্চিমে ইসলামের পচার ও পসারে এতটাই চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিটি মানব সন্তানই এখন কোরআন ও এর বাহকের নাম জানে। বহু সংখ্যক মানুষই ইসলামকে বুকে ধারণ করে, স্বপ্নে লালন করে। লক্ষ কোটি মাদ্রাসাতে কোরআনের হিফজ্ করানো হয়, তাফসীর আর হাদীসের শরাহ পড়ানো হয়, মাঠে ময়দানে অর্ধরাত ওয়াজ নসীহত হয়। এতো কিছুর পরও কিভাবে এ দ্বীন, এ আসমানী বাণা মানুষের নিকট অপরিচিত, আচেনা হয়ে যেতে পারে! এমন অবাক হয়েই ইবনে লাবীদ আল আনসারী رضي الله عنه বললেন,

وكيف وفينا كتاب الله نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم

কিভাবে জ্ঞান বিদায় নেবে অথচ আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আমরা তা আমাদের সন্ানদের শিখাচ্ছি আর আমাদের সন্ানরা তাদের সন্ানদের শিখাবে (এভাবে কিয়ামত পর্যন্ চলতে থাকবে)!

রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

ثكلتك أمك بن لبيد ما كنت أحسبك الا من اعقل أهل المدينة أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله تعالى .....ثم لم ينتفعوا منه بشيء

হে ইবনে লাবীদ, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! আমি তো তোমাকে মদীনার একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই জানতাম। ইয়াহুদী খৃষ্টানদের নিকটও তো আল্লাহর কিতাব (তাওরাত, ইঞ্জিল) রয়েছে কিন্তু তারা তা হতে উপকৃত হতে পারে নি।

(মুসনাদে আহমদ শায়খ শুআইব আল আরনাঊত সহীহ বলেছেন)

সুতরাং কোরআনের তা'লীম তাহফীজ বা হাদীসের পঠন পাঠন যে বিদ্যমান থাকবে রসুলুল্লাহ ﷺ তা অস্বীকার করেননি বরং এসব থাকা সত্বেও ইসলাম অচেনা অপরিচিত হয়ে যাবে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা কমে যাবে। এমনকি বলা হবে,

إن في بني فلان رجلا أمينا

অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে।

(বুখারী, মুসলিম)

قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر

সে সময় ইসলামের সামান্য অংশের উপর টিকে থাকাও জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠোর ভিতর রাখার মত কষ্টকর হবে।

(মুসনাদে আহমদ শুয়াইব আল আরনাউত সহীহ বলেছেন, মুস্তাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনে হিব্বান, মিশকাত প্রভৃতি গ্রন্থে কাছাকাছি অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে সেই রেওয়ায়েতটিকে আযযাহাবী এবং আলবানী সহীহ বলেছেন সিলসিলাতুস সাহীহা হাদসি নং ৯৫৭)

কিন্তু কিভাবে আল্লাহর নাযিল করা দ্বীন মানুষের মাঝ হতে হারিয়ে যাবে, এ দুর্দশার জন্য কারা প্রকৃত দায়ী, এর ক্ষতি হতে উত্তরণের উপায় কি, সামনের কয়েকটি পৃষ্ঠাতে সেসব বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি ইনশাআল্লাহ।

وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان

আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন,

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء

আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র।

(বুখারী ও মুসলিম)

« إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا »

দরিদ্ররা ধনীদের ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মুসলিম)

তিরমিযীর বর্ণনাতে (خمسة مائة عام) ৫০০ বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সহীহ ইবনে হিব্বানের বর্ণনাতে (بسبعين أو أربعين خريفا) সত্তর বা চল্লিশ বছর, এভাবে বলা হয়েছে। এক কথায় দরিদ্র মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারটি সহজ হবে আর মুমিনদের মধ্যে যারা ধনী তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা কঠিন হবে। কারণ দুনিয়াতে যাদের অঢেল সম্পদ

দেওয়া হয় তারা বিলাসিতার মধ্যে ডুবে যায়। মর্ত দুনিয়ার অন্ধকার গর্তে নিজেদের হারিয়ে ফেলে, আল্লাহর স্মরন থেকে উদাসীন হয়ে যায়। শক্তি ও সম্পদ বেশিরভাগ মানুষের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়। প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্পদ মানষকে জাহান্নামী করে ছাড়ে।

تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم

জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হল জাহান্নাম বলল, আমার ভিতর অহংকারী ও প্রবল প্রভাবশালীদের প্রবেশ করানো হবে আর জান্নাত বলল, আমার ভিতরে কেবল দুর্বল ও দুনিয়ার নিম্ন স্তরের লোকেরাই প্রবেশ করবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ﴿ﷻ﴾ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ [سبأ/٣٤]

আমি যে এলাকাতেই কোনো রসুলকে প্রেরণ করেছি সেখানকার প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারীরা বলেছে তোমরা যা কিছু নিয়ে এসেছো আমরা তা অস্বীকার করি।

(সূরা সাবা/৩৪)

ইমাম আল বায়দাবী বলেন,

وتخصيص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها

যাদের অঢেল নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে বিশেষ ভাবে তারাই কুফরী করবে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অহংকার, দুনিয়ার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে গর্ব করা, ভোগ বিলাশে ডুবে যাওয়া এবং যাকে এসব দেওয়া হয়নি তাকে হেয় জ্ঞান করার কারণেই মানুষ হক হতে দূরে থাকে।

(তাফসীরে বায়দাবী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا [الإسراء/١٦]

যখন আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন উক্ত এলাকার ধনীদের সুযোগ করে দিই ফলে তারা অবাধ্য হয় তখন আমি উক্ত এলাকাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিই।

(বানী ইসরাইল/১৬)

কোনো এলাকার ধনী ও সম্মানী ব্যক্তিরা যদি অপরাধ করা শুরু করে তবে সেখানকার সর্বসাধারনের মধ্যে অপরাধ ছড়িয়ে পড়ে কারণ মানষ সম্পদ ও সামর্থের অধিকারীদের অনুসরণ করে। যখন নেতৃত্বস্থানীয়দের স্পষ্ট পাপাচারে লিপ্ত দেখে তখনও তাদের অনুসরণে সাধারন জনগণ নিজেদের উক্ত পাপে লিপ্ত করার জন্য প্রতিযোগীতা শুরু করে দেয়। এভাবে সমাজের উঁচু স্রের ব্যক্তিদের পিছু জীবন ক্ষয় করে যখন কিয়ামতের ময়দানে অপমানিত অবস্থায় উত্থিত হবে তখন আফসোস করে বলবে,

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا [الأحزاب/٦٧، ٦٨]

হে আমাদের রব, আমরা তো আমাদের নেতা নেত্রী ও উঁচু স্তরের ব্যক্তিদের অনুসরণ করে চলতাম ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছে। তুমি তাদের দ্বীগুন শাস্তি দাও, তাদের তুমি চরমভাবে অভিশপ্ত করো।

(আহযাব/৬৭,৬৮)

কিন্তু তখন এই আফসোস কোনো কাজে আসবে না মরণের পর স্মরন করে কি লাভ! আল্লাহ বলবেন,

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف/٣٨]

প্রত্যেকের শাস্তিই দ্বীগুন করা হলো। তোমরা ভীষণ অজ্ঞ।

(সূরা আরাফ/৩৮)

শাসক যখন পথভ্রষ্ট হয় তখন অপরাধ কোনো গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনা। সে নিজে অপরাধ করে, অন্যকে অপরাধ করতে উৎসাহিত করে, আইন করে অন্যায় কর্মের অনুমোদন প্রদান করে, মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করে।

আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন,

إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين

আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তো কেবল পথভ্রষ্টকারী নেতাদের ভয় করি।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ, মিশকাত শুআইব আল আরনাউত সহীহ বলেছেন, আলবানী সহীহ বলেছেন সিলসিলাতুস সাহীহা ১৫৮২)

মোল্লা আলী কারী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

الأئمة جمع إمام وهو مقتدي القوم ورئيسهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد

(أئمة) হলো (إمام) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ মাননীয় ব্যক্তি বা কোনো সম্প্রদায়ের প্রধান এবং সে ব্যক্তি যে মানুষকে কোনো একটি কথা, কাজ বা মতবাদের দিকে ডাকে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ)

মুসনাদে আহমাদের অন্য বর্ণনাতে এসেছে পথভ্রষ্টকারী নেতারা দাজ্জাল অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর।

তিবরানী আবু উমামা ﴿ﷺ﴾ হতে বর্ণনা করেছেন,

ولكنى أخاف على أمتى أئمة مضلين إن أطاعوهم فتنوهم وإن عصوهم قتلوهم

বরং আমি তো আমার উম্মতের উপর ভয় করি পথভ্রষ্ট নেতাদের যদি তারা তার আনুগত্য করে তবে তো তারা পথভ্রষ্ট হবে আর যদি তার অবাধ্য হয় তবে তাদের হত্যা করবে।

(ইমাম সুয়ুতীর জামেউল আহাদীস, তিবরানীর মু'জামে কাবীর, কানযুল উম্মাল)

নাফসানী খায়েশাতের পূজারী নেতা নেত্রী বর্গ কেবল অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অবাধ স্বাধীনতা দেয় তাই নয় বরং তারা অপরাধকে আল্লাহ ও তার রসুলের নামে চালানোর ঘৃণ্য চেষ্টাও করে।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف/٢٨]

যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে তারা বলে আমরা

আমাদের বাপ-দাদাদের এমনটি করতে দেখেছি আর আল্লাহও এমনই করতে বলেছেন। তুমি বলো আল্লাহ মন্দ কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না তোমরা না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলো কেনো?

(সূরা আরাফ/২৮)

পাপ কাজকে কোরআন সুন্নাহর মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তাদের প্রয়োজন হয় কিছু ভাড়াটিয়া আলেমের যারা পদ ও সম্পদের লোভে জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল শেখাবে। রাজা বাদশারা যা কিছু বলবে কোরআন ও হাদীসকে অপব্যাখ্যা করে সেটাকে ইসলাম সম্মত করার চেষ্টা করবে। অথচ দুনিয়ার পদ ও পদবীর বিনিময়ে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে এদের নিষেধ করা হয়েছিল।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [الأعراف/١٦٩]

তারপর (নেককারদের পর) কিছু লোক কিতাবের ওয়ারিস হলো (কিতাবের জ্ঞান প্রাপ্ত হলো)* কিন্তু তারা (ভুল ফতওয়া দিয়ে ঘুষ হিসাবে)* দুনিয়ার এই নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করত এবং বলত আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে পরে যদি আবার অনুরুপ বস্তু পেশ করা হয় তারা আবার গ্রহণ করে। তাদের নিকট কি এই ওয়াদা নেওয়া হয়নি যে আল্লাহর ব্যাপারে তারা মিথ্যা কথা বলবে না? আর কিতাবে যা আছে তারা তো তাও পাঠ করেছে। নিশ্চয় মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতই উত্তম, তোমরা কি বোঝো না ?

(সূরা আরাফ/১৬৯)

* তাবারী, (ورثوا الكتاب فعلموه) কিতাবের ওয়ারিস হলো অর্থাৎ তাদের কিতাবের জ্ঞান প্রদান করা হলো। বায়দাবী, (قرؤونها ويقفون على ما فيها) তারা কিতাব পড়তো এবং তাতে যা আছে তা বুঝতো।

* তাবারী (يُرْشَون في حكم الله، فيأخذون الرشوة فيه) আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার জন্য তাদের ঘষ প্রদান করা হলে তারা তা গ্রহণ করত। বায়দাবী

(يأخذون من الرشا في الحكومة وعلى تحرف الكلم) বিচার করার সময় এবং আল্লাহর বানী পরিবর্তন করার বিনিময়ে তারা ঘুষ গ্রহণ করতো।

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران/٧٨]

তারা বলে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে অথচ তা আল্লাহর পক্ষ হতে আসেনি তারা তো জেনে বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

(সূরা আলে ইমরান/৭৮)

যেসব ইমাম বা মাদ্রাসার শিক্ষকরা নিজেদের চাকুরী বাঁচানোর জন্য কমিটি বা ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করে তাদের উদাহরন আল্লাহ নিজে বর্ণনা করছেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ

الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [الأعراف/١٧٥، ١٧٦]

তাদের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করুন যাকে আমি আমার আয়াত শিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা হতে সরে আসল এবং শয়তানের অনুসরণ করল ফলে পথভ্রষ্ট হল। আমি চাইলে তাকে তার জ্ঞানের কারণে সম্মানিত করতে পারতাম কিন্তু সে দুনিয়ার জীবনের দিকেই ঝকে গেল আর তার মনের ইচ্ছাকে অনুসরণ করল অতএব সে কুকুরের মত, তুমি তার উপর বোঝা চাপাও বা ছেড়ে দাও সর্বদা সে হাপাতে থাকে। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের উদাহরণ খুবই নিকৃষ্ট অতএব আপনি এসব কাহিনী বর্ণনা করুন হয়ত তারা চিন্তা করবে।

(সূরা আরাফ/১৭৫)

সুতরাং আলেম হলেই তাকে সম্মান করতে হবে তা নয় বরং দুনিয়াদার আলেমদের আল্লাহ ﷻ কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন।

সালফে সালেহীনরা এসকল আলেমদের (عَالِمُ السُّلْطَان) সরকারী আলেম, (عُلَمَاءُ الْبَلَاط) দরবারী আলেম

(عُلَمَاءُ السُّوء) নিকৃষ্ট আলেম (عُلَمَاءُ الدُّنْيَا) দুনিয়াদার আলেম, ইত্যাদি অপমানজনক নামে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাতে এদের ভাড়াটিয়া আলেমও বলা যায়। কারণ এরা ক্ষমতসানদের ইচ্ছামত ইসলামকে বিকৃত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে দুনিয়াতে সুবিধা ভোগ করে থাকে। এদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ ﴿ﷻ﴾ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة/٣٤]

হে ঈমানদাররা নিশ্চয় বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী মানুষের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষন করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে।

(সূরা তাওবা/৩৪)

আবু হুরাইরা ﴿رضي الله عنه﴾ বর্ণনা করেন,

وإن أبغض الخلق إلى الله عالم السلطان

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হলো সরকারী

আলেম (عَالِمُ السُّلْطَان)।

(জামিউল আহাদীস, কানযুল উম্মাল, হাদীসটি সনদের দিক হতে দূর্বল তবে পরবর্তী সহীহ হাদীসগুলো এর সত্যায়নকারী)

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن

১ . ইবনে আব্বাস ﴿رضي الله عنه﴾ থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ বলেছেন,

যে গ্রামে বাস করে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, যে শিকারের পিছনে ছুটে সে গাফেল হয়ে যায় আর যে বাদ্‌শাহর দরবারে যাওয়া আসা করে সে ফিতনায় পড়ে যায়।

আবু দাউদ কিতাবুস সইদ বাবুন ফি ইত্তিবাঈস সাইদ, তিরমিযী কিতাবুল ফিতান বাবুন নাহয়ি আন সাব্বির রিয়াহ, মিশকাত কিতাবুল ইমারা ওয়াল কজা আল ফাসলুল আওয়াল, আততারগীব ওয়াত তারহীব, সিলসিলাতুল আহাদীস আস সাহীহা, হাদীস নং - ১২৭২ আলবানী সহীহ বলেছেন।

এই হাদীসে ফিতনার ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে,

(اي صار مفتونا في دينه)

অর্থাৎ সে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় পড়ে যায়।

(আওনুল মাবুদ)

মোল্লা আলী কারী বলেন,

ومن دخل على السلطان وداهنه وقع في الفتنة وأما من لم يداهن ونصحه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فكان دخوله عليه أفضل الجهاد

যে নেতৃবর্গের নিকট যাওয়া আসা করে এবং তাদের তোশামদ করে তবে সে ফিতনাতে পড়ে গেল আর যে তাদের তোশামদ করে না বরং সৎ উপদেশ দেয় ভাল

কাজের আদেশ করে মন্দ কাজের নিষেধ করে তবে তা উত্তম জিহাদ বলে গণ্য হবে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ)

٢ . عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من بدا فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا

যে গ্রামে বাস করে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, যে শিকারের পিছনে ছুটে সে গাফেল হয়ে যায় আর যে বাদ্‌শাহর দরবারে যাওয়া আসা করে সে ফিতনায় পড়ে যায় এবং যে কেউ বাদ্‌শাহর নিকটবর্তী হয় সে আল্লাহ ﷻ এর থেকে দূরে সরে যায়।

আবু দাউদ কিতাবুস সইদ বাবুন ফি ইত্তিবাঈস সাইদ, তিরমিযী কিতাবুল ফিতান বাবুন নাহয়ি আন সাব্বির রিয়াহ, মিশকাত কিতাবুল ইমারা ওয়াল কজা আল ফাসলুল আওয়াল, আততারগীব ওয়াত তারহীব,

সিলসিলাতুল আহাদীস আস সাহাহা, হাদীস নং - ১২৭২ আলবানী সহীহ বলেছেন

এই হাদীসটি আগের হাদীসটির মত। এখানে কেবল অতিরিক্ত বলা হয়েছে

وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا

এবং যে কেউ বাদ্‌শাহর নিকটবর্তী হয় সে আল্লাহ ﷻ এর থেকে দূরে সরে যায়।

إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين، ويقرؤون القرآن، ويقولون نأتي الأمراء، فنصيب من دنياهم، ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتني من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

আমার উম্মতের একটি দল দ্বীনের গভির জ্ঞান অর্জন করবে , কোরআন পাঠ করবে, তারপর তারা বলবে , আমরা নেতৃবর্গের নিকট যাব, তাদের নিকট হতে দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করবো কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে

তাদের আনুগত্য করব না কিন্তু এমনটি কখনই হবে না যেমন কতাদ (ফনিমনসা জাতীয় কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ) হতে কাঁটা ছাড়া কিছুই অর্জন করা সম্ভব হয় না তেমনি রাজা বাদশাহদের নিকট যাওয়া আসা করলে পাপ ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না।

ইবনে মাযা ইফতিতাহুল কিতাব ফিল ঈমান... বাবুল ইন্সিফা বিল ইলমি ওয়াল আমাল বিহি, মিশকাত কিতাবুর ইলম আল ফাসলুল আওয়াল, ইমাম সুয়ুতীর জামিউল আহদীস, কানযুল উম্মাল, তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম মুনযিরী বলেছেন (رواه ابن ماجة ورواته ثقات) হাদীসটি ইবনে মাযা বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীরা বিশ্বস্ত।

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أقلوا الدخول على الأغنياء، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله

আব্দুল্লাহ ইবনে শাখীর ﴿رضي الله عنه﴾ থেকে বর্ণিত রসুলল্লাহ ﴿ﷺ﴾ বলেন,

তোমরা ধনীদের নিকট কম যাওয়া আসা করো কেননা তাদের নিয়ামতের প্রাচুর্যতা দেখে হয়ত তোমাদের উপরে আল্লাহর নিয়ামতকে কম মনে করবে।

মুস্নাদরাকে হাকিম, জামেউল আহাদীস, কানযুল উম্মাল, আততারগীব ওয়াত তারহীব, আয্ যাহাবী সহীহ বলেছেন।

এই কথাটিই আল্লাহ ﴿سبحانه وتعالى﴾ এভাবে বলছেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ [الحجر/٨٧، ٨٨]

আমি তোমাকে দিয়েছি বারবার পাঠ করা হয় এমন সাতটি আয়াত আর মহান গ্রন্থ আল কোরআন অতএব কাউকে কাউকে আমি যে সম্পদ দিয়েছি তুমি সেদিকে ফিরেও তাকাবে না আর সে কারণে মনক্ষুন্নও হবে না বরং মুমিনদের প্রতি তোমার মনযোগ নিবদ্ধ করো।

(সূরা হিজর ৮৭,৮৮)

আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন,

ليس منا من لم يتغن بالقرآن

যে ব্যক্তি কোরআনকেই যথেষ্ট মনে করে না সে আমাদের কেউ না।

(বুখারী)

হাদীসটির অর্থে সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন,

ليسَ مِنَّا مَنْ لم يَسْتَغنِ بالقرآن عن غيرِه

যে অন্য সমস্ কিছুর মোকাবিলায় কোরআনকেই যথেষ্ট মনে করে না সে আমাদের কেউ না।

(লিসানুল আরাব, ফাতহুল বারী ইবনে হাজার)

আবু উবাইদ বলেন,

وهذا جائزٌ فاش في كلام العرب ويقول تَغَنَّيْت تَغَنِّياً بمعنى اسْتَغْنَيْت

আরবী ভাষায় এটা খুবই প্রচলিত যে, (تغنيت) কে (أستغناء) অর্ধে ব্যাবহার করা হয়।)

(লিসানুল আরাব)

কোনো কোনো আলেমের মতে এখানে (تغني) অর্থ সরেলা কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়ান করা। ইবনুল আছীর আন নিহাইয়াতে এবং ইবনে মানযুর লিসানুল আরবে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বহু সংখক আলেমের মতে এখানে (تغني) শব্দটি (استغناء) বা যথেষ্ট মনে করা অর্থে এসেছে।

সুতরাং যারা কোরআনের জ্ঞানের মত মহামূল্যবান বস্তু পাওয়ার পরও রাজা বাদশা আমীর উমরাদের আল্লাহ দুনিয়ার যে নিকৃষ্ট বস্তু দিয়েছেন তার সন্ধানে তাদের নিকট যাওয়া আসা করে তারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর ওয়ারিস তো নয়ই বরং তার সহিত তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। যেমনটি এই হাদীসে বলা হয়েছে এবং অন্য হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني، ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم، ولم يعنهم على ظلمهم، ولم يصدقهم بكذبهم، فهو مني، وأنا منه، وهو وارد علي الحوض

রসুলূল্লাহ ﷺ বলেছেন,

আমার পর কিছু অসৎ নেতা হবে যারা তাদের নিকট যাওয়া আসা করবে এবং তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে জুলুম নির্যাতনে তাদের সহযোগীতা করবে সে আমার কেউ না আমিও তার কেউ না। হাউজে কাউসারে সে আমার নিকট পানি খেতে আসতে পারবে না।

তিরমিযী কিতাবুল ফিতান, মুস্তাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ, শুআইব আল আরনাউত ও আল আলবানী সহীহ বলেছেন।

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله من أهل البيت أنا؟ فسكت، ثم قال في الثالثة:

نعم ما لم تقم على باب سدة، أو تأتي أميراً فتسأله

ছাওবান ﴿رضي الله عنه﴾ থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ ﴿ﷺ﴾ কে বললেন, আমি কি আপনার পরিবারের মধ্যে অন্তভুক্ত? রসুলুলাহ ﴿ﷺ﴾ চুপ থাকলেন। এভাবে তিনবার পশ করার পর তিনি বললেন ,

হ্যা। যদি তুমি কোনো নেতার দরজাতে ধর্ণা না দাও এবং কোনো নেতার নিকট যেয়ে কিছু না চাও।

হাফিজ মুনযিরী তারগীব ওয়াত তারহীবে এ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন,

رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والمراد بالسدة هنا باب السلطان ونحوه ويأتي في باب الفقر ما يدل له

হাদীসটি তিবরানী মু'জামুল আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীরা বিশ্বস্ত।

সুতরাং শুধু একথা বললে হবেনা যে, আল্লাহর রসুল ﴿ﷺ﴾ বলেছেন,

العلماء ورثة الأنبياء

আলেমরা নবীদের ওয়ারীস

(তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনে মাযা, রিয়াদুস সালিহীন)

বাবার সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার পর কেবল বেচে কিনে খাওয়াটা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং সম্পত্তির দেখাশুনা পরিচর্যা করতে হয়। আল্লাহর রসুল ﷺ এর দেখানো পথ হতে পিছিয়ে এসে গর্বভরে যতই তার ঔরোস দাবী করা হোক তা বাতুলতা ছাড়া কিছুই হবে না। ইলম অর্জন করলেই রসুল ﷺ এর ওয়ারিস হওয়া যায় না ইলম অনুযায়ী আমল করতে হয়, মানুষকে হকের দিকে ডাকতে হয়, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলতে হয়। যারা নেতা নেত্রীরা যে ফতওয়া দেয় জনসম্মুখে তাই গাওয়া শুরু করেন তারা যাদের কথা প্রচার করেন তাদেরই ওয়ারিস। আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন,

« سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ »

শীঘ্রই কিছু নেতা হবে তাদের কিছু কাজ ভাল হবে, কিছু কাজ খারাপ হবে অতএব যে তাদের খারাপ কাজ

সমূহ খারাপ জেনে ঘৃণা করবে সে মুক্তি পাবে, যে মুখে সেগুলোর নিন্দা করবে সে নিরাপদ থাকবে কিন্তু যে মেনে নেবে এবং অনুসরণ করবে সে ধ্বংস হবে।

(মুসলিম কিতাবুল ইমারা বাবু উযুবিল ইনকারি আলাল উমারা)

অনেকে বলবেন, আমরা তো অন্তরে এদের ঘৃণাই করি। তাকে বলি, আলাহই আপনার হিসাব গ্রহণ করবেন একবার চিন্তা করুন তো, সত্যিই কি আপনি আপনার এলাকার নির্বাচিত এম,পি কে ঘৃণা করেন? সে মসজিদে আসলে তাকে ঠেলে সামনের কাতারে নিয়ে আসেন কিনা? পৌর মেয়রকে দেখা মাত্র আপনার অন্তর পুলকিত হয়, আপনি কি দুহাত তুলে তাকে উঁচু স্বরে সালাম দিয়ে সম্মধোন করেন ? যদি তাই হয় তবে আপনার ঘৃণার দাবী কতটুকু সত্য ?

সুফইয়ান ছাউরী বলেন,

النظر إلى السلطان خطيئة

জালেম বাদশার দিকে তাকানোও পাপ।

[মা রওয়াহুল আসাতীন .. আস-সুয়ুতী]

আর আপনারা তো মহা সমারোহে এদের সহিত কোলাকুলি গলাগলি করছেন। এদের সমাবেশে গমন করত কোরআন তেলাওয়াত করছেন। হয়তো বলবেন,

আমি তো এদের কোরআন শোনাতেই গমন করি খারাপ কি?

আবুল হাসান ইবনে ফিহর তার কিতাব ফাদাইলে মালিকে বর্ণনা করেন,

قدم هارون الرشيد المدينة، فوجه البرمكي إلى مالك، وقال له: احمل إليّ الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك(. فقال للبرمكي:)أقرئه السلام وقل له:

খলীফা হারুন অর রশীদ মদীনাতে আগমন করলে বারমাকী নামের এক ব্যক্তিকে পাঠালেন ইমাম মালিকের নিকট। তাকে বলে দিলেন ইমাম মালিককে তার সংকলিত হাদীসের গ্রন্থটি (মুআত্তা) নিয়ে আসতে যাতে করে তার মুখ হতে শুনতে পারেন। ইমাম মালিক বারমাকীকে বললেন, তাকে সালাম দিয়ে বলো

إن العلم يزار ولا يزور

জ্ঞান নিয়ে আসা হয়না জ্ঞান অর্জন করতে যেতে হয়।

একবার চিন্া করুন তো, যদি এসকল মুফতিদের নিকট এদেশের প্রধানমন্ত্রী একটা হাদীস শোনার জন্য ডেকে পাঠায় তবে এরা কি করবেন? আনন্দের অতিশয্যে সম্ভবত পাজামা পরতে পর্যন্ ভুলে যাবেন। লাইব্রেরী হতে পুরোনো একটা হাদীস গন্থ কাঁধে নিয়ে তখনি দরবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন। যাওয়ার সময় প্রিয়ভাজন বা শুভাকাঙ্খি যার সাথেই সাক্ষাৎ হোক তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা সকলকে বলতে ভুলবেন না। এরা কি আসলেই এসকল আমীর ওমরাদের ঘৃণা করে, ঘৃণার নমুনা কি এমনই হয়?

আল গাজ্জালী বলেন,

وأما دعاؤه فلا يحل له إلا أن يقول:)أصلحك، أو وفقك الله للخيرات أو طول الله عمرك في طاعته(أو ما يجري في هذا المجرى. فأما الدعاء له بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة، مع الخطاب بالمولى وما في معناه، فغير جائز

জালিম শাসকের জন্য কোনো দোয়া করা বৈধ নয় শুধু এমন বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন অথবা উত্তম কাজ করার তৌফিক দিন এবং দীর্ঘ দিন আল্লাহর আনুগত্য করার সামর্থ দিন অথবা এ জাতীয় কিছু। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন বা আপনার হায়াত দীর্ঘ করুন আপনাকে সুখে রাখুন এমন দোয়া জায়েজ নয় বিশেষ করে মাওলা (জনাব হযরত) বা এজাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করে তো নয়ই।

(ইহইয়া উলুমিদ্দিন)

সুতরাং যেসব ইমাম সাহেবরা মসজিদের মধ্যে কোনো একজন এম,পি বা মন্ত্রীকে মাননীয় বা এজাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করে সম্মোধন করেন তারা জানেন কি এসব এমপি মন্ত্রিরা আসলে কি করেন?

Parliament (পার্লামেন্ট বা সংসদ) শব্দের অর্থে Oxford ডিকশোনারীতে বলা হয়েছে,

The group of people who are elected to make and change the laws of a country.

একদল লোক যাদের কোনো দেশের আইন তৈরী ও

পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

এম,পি (M,P) শব্দের অর্থ (Member of the parliament) অর্থাৎ আইন প্রনয়ন ও পরিবর্তনের অবাধ ক্ষমতার অধিকারী। কোরআন ও সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়াল খুশীমত আইন প্রণয়নের জন্য তারা সাধারনের নিকট ভোট প্রার্থণা করে তাদের জন্য মসজিদের ইমাম সাহেব নামাযের পর মুনাজাতে বলেন,

- হে আল্লাহ অমুককে তুমি বিপুল ভোটে বিজয়ী করো।

আপনার কি মনে হয়, এই ইমাম সাহেবের নামায কবুল হবে?

এসকল মাননীয় সংসদ সদস্যরা কি আইন পাশ করেন?

কাউকে বোরখা পরতে বাধ্য করা যাবে না, ১৮ বছরের নিচে আপনার বিবাহ উপযোগী মেয়েকে পাত্রস্ করতে পারবেন না। অথচ আপনি জানেন আল্লাহর রসুল ﷺ আয়েশা সিদ্দিকা رضي الله عنها কে বিবাহ করেছিলেন ৭ বছর বয়সে এবং ৯ বছর বয়সে তাকে ঘরে

এনেছিলেন। এমনকি আয়েশা ﷺ বলেন,

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه و سلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي

বিবাহের পর রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আমি বেশ কয়েকজন খেলার সাথীর সাথে পুতুল খেলতাম। রসুলুল্লাহ ﷺ যখনই আসতেন আমার অন্যান্য সাথীরা পালিয়ে যেত তিনি তাদের আবার আমার নিকট এনে দিতেন আমি তাদের সাথে খেলতে আরাম্ভ করতাম।

(বুখারী কিতাবুল আদাব বাবুল ইনবিসাত ইলান নাস)

কিন্তু এসব মাননীয় আইন প্রনেতারা ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিবাহ দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ করেছেন। কারণ কম বয়সে বিবাহ হলে নাকি মেয়েরা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মৃত্যুর ঝকিও থাকে।

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এখানে যুক্তি দিয়ে আল্লাহর একটা বিধানকে অযোগ্য প্রমাণ করা হচ্ছে।

কারণ হারামকে হালাল করা যেমন অপরাধ হালালকে হারাম করাও তেমনই অপরাধ। আল্লাহ বলেন,

। أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ [المائدة/٨٧]

ওহে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম সাব্যস্ করোনা।

(মায়েদা / ৮৭)

এমন যুক্তি দেখিয়ে আল্লাহর বিধানকে অযৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা পূর্বেও করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন যখন মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করল তখন কাফিররা মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলল,

أ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟

তোমরা নিজেরা যেটাকে হত্যা কর তার মাংস খাও আর আল্লাহ যেটাকে হত্যা করেন তার মাংস খাওনা এটা কেমন কথা?

সম্ভবত এধরনের চমৎকার যুক্তি কাউকে কাউকে প্রভাবিত করেছিল। যেকারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্পষ্ট সতর্কবাণী নাযিল করলেন।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [الأنعام/١٢١]

অবশ্যই তোমরা খাবেনা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি এমন পশুর মাংস। এটা খাওয়া পাপ আর শয়তানরা মানুষের মধ্য হতে যারা তাদের বন্ধু তাদের নিকট ওহী করে যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যদি তোমরা তাদের মেনে নাও তবে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

কয়জন মেয়েকে বাল্য বিবাহের কারণে অকালে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন? কত শত মেয়েরা তো ৩০/৩৫ বছর বয়সেও প্রসব জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করে। সে কারণে কি প্রতিটি মেয়েকে ৩৫ বছর পর স্বামীর ঘর থেকে বিদায় হয়ে যেতে বলবেন? এগুলো আসলে শয়তানী যুক্তি যা ঘুর্ণাক্ষরেও সত্যি নয় বরং এগুলো ব্যাবহার করে আল্লাহর দ্বীনকে ত্রুটি পূর্ণ প্রমাণ করাই আল্লাহর শত্রুদের উদ্দেশ্য। দরবারী আলেমরা মিথ্যা ফতওয়ার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যেই সহযোগীতা করছেন মাত্র।

যদি ধরেও নিই সত্যি সত্যিই বিবাহ যোগ্য ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ দিলে তার শারীরিক ক্ষতি বা মৃত্যুর ২০% বা ৩০% সম্ভাবনা রয়েছে তবে তাকে বিবাহ না দিলে অন্য একটি নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তা ভুলে গেলে চলবে না। ১৪/১৫ বছরের মেয়ে বিবাহ না হলে যে সে প্রতিবেশী বা সহপাঠীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যাবে এবং তার নিশ্চিত পরিণাম হিসাবে ঘৃণিত ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে তা আপনাদের নেতারা ভাল করেই জানে। সে কারণেই তো তারা বিবাহ পূর্ববর্তী কোনো প্রকারের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ বা ঘৃণিত মনে করেনা। যদি কোনো কুমারী আঠারো বছরের আগেই জঠোরে সন্তান ধারণ করে তবে তাতে তারা মোটেও চিন্তিত হয় না, তখন শারীরিক অসুস্থতা বা মৃত্যুর ঝকিও থাকে শুন্যের কোঠায়। তারা কেবল একত্রিত হয়ে এই পতিত মেয়েটিকে চরিত্রহীন ছেলেটির গলে ঝুলিয়ে দেন অথবা চাঁপ দিয়ে ছেলেটির নিকট হতে ২০/২৫ হাজার টাকা আদায় করে দেন। মেয়ের বাবা সেই হারাম উপার্জন ভক্ষন করে। এসব নেতারা আমাদের মেয়েদের শরীর সাস্থ্য নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। এরা কেবল চায় মুসলিম যুবকদের অধপতিত আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের

রক্ষণশীল মেয়েদের পতিতা বানিয়ে ফেলতে। এদের এই কারসাজি বুঝতে না পেরে অনেক হাজী সাহেবও বলতে শুরু করেছেন,

- বাল্য বিবাহ ঘৃণিত অপরাধ।

এদের বলুন তো, কোরআন সুন্নাহ হতে কোনো দলীল খুজে বের করতে সক্ষম হয় কিনা?

ক্ষমতার মসনদে বসে যারা কোরআন সুন্নার আইনকে পদদলিত করে নিজেদের খেয়াল খুশি মত একটি সংবিধান রচনা করে দেশবাসীকে সেটা মানতে বাধ্য করছেন, তাদের আল্লাহর দ্বীন হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের যারা সম্মান করেন তারা বড় আলেম হওয়া তো দূরের কথা তাদের ঈমান ঠিক আছে কিনা সেটাই পরখ করে দেখার বিষয়। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে কেউই ইসলামী আইনের দাবী তোলেন বা ইসলাম অনুযায়ী বিচার করেন তাকে যখন জেল ফাঁস দেওয়া হয় তখন এসব দরবারী আলেমরা বলেন,

- ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে কি এসব আইন দিয়ে বিচার করা যায় ?

যদি ইসলামী রাষ্ট্র এখনও প্রতিষ্ঠা না হয়ে থাকে তবে

কারা তা হতে দিচ্ছে না ? কারা কুফরী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রেখেছে ? তাদের বিরুদ্ধে কখনও কথা বলেছেন কি ?

এনারা কেবল তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেই ইসলামী আইন দিয়ে বিচার করার মত চরম অন্যায় করে! কিন্তু যারা কুফরি রাষ্ট্রকে কায়েম করে কুফরী আইন দিয়ে শত সহস্র মানুষের বিচার করছে এরা তাদের সামনে মাথা নত করে বলে,

- স্যার, আমাদের দো তলা মসজিদটি পাঁচ তলা করার জন্য আপনার সাহায্য একান্তভাবে কাম্য।

যে ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আইন দিয়ে বিচার করা যাবে না যদি একদল মুজাহিদ তেমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে এসব সংবিধানের পূজারীদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হয় তখন এরা বলেন,

-মুসলিমে মুসলিমে আবার কিসের জিহাদ?

এদেরই আবার দেখবেন ১৬ ই ডিসেম্বরে বা ২৬ শে মার্চে মহান শহীদদের উদ্দেশ্যে মিলাদ পাঠ করেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা অন্যায় আর ৭১ এ পাকিস্তানী সেনাদের হত্যা করা মহান কৃতিত্বের

কাজ। এসব ফতওয়া কোন দলীলের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আল্লাহদ্রোহী নেতাদের সন্তুষ্টিই এসব ফতওয়ার সবচে বড় দলীল।

যারা এই সমস্ আলেমদের ফতওয়াকে মান্য করেন তাদের বলব, আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ [يس/٢١]

তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদে নিকট কোনো প্রতিদান চাই না এবং তারা নিজেরা হেদায়েতের উপর রয়েছে।

(সূরা ইয়াসীন/২১)

কোন যুক্তিতে আপনারা এসব দুনিয়াপাগল আলেমদের ফতওয়াকে মেনে চলেন? এদের কথায় আল্লাহর দ্বীনের জন্য চেষ্টা সংগ্রামে লিপ্ত মর্দে মুমিনদের আপনারা তিরষ্কার করেন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق/١٨]

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিখে নেওয়ার

জন্য) তার নিকট সদা প্রস্তুত প্রহরা বিদ্যমান।

(সূরা কাফ/১৮)

আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে উত্তম কথা বলুক অথবা চুপ থাকুক।

(বুখারী ও মুসলিম)

অতএব সতর্ক হোন। আপনি না জেনে অথবা গাধা ও কুকুর সমতুল্য আলেমদের কথায় আল্লাহর কোনো ওলী সম্পর্কে ভুল কথা বলছেন না তো? যারা সত্যি সত্যিই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টায় লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন না তো?

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

যে আমার কোনো প্রিয় বান্দার সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

(বুখারী)

নিজে চেষ্টা করে সত্যকে খোঁজ করুন এসব সরকারী আলেমরা যে ফতওয়াই দিক সেটা সরকারী ফতওয়া মনে করাটাই আপনার জন্য অধিক কল্যাণকর। আপনাকে আল্লাহ ﷻ যে জ্ঞান ও বোধ শক্তি দিয়েছেন তা ব্যবহার করুন কাউকে অন্ধ অনুসরণ করবেন না।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء/٣٦]

এবং তুমি না জেনে কোনো কিছুর অনুসরণ করো না নিশ্চয় শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও বোধ শক্তি সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

(সূরা বানী ইসরাঈল/৩৬)

تمت بالخير